الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৪২. হযরত আবু হুরায়র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন দাসী যিনা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে, তার ওপর বেত্রদন্ড কার্যকর করতে হবে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করা যাবে না। তারপর দ্বিতীয়বার যিনা করলে তাকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু বাড়াবাড়ি করা যাবে না। সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বিক্রি করে দিতে হবে, তা একটি পশমের দড়ির বিনিময়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : اضْرِبُوْهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ لاَتَقُوْلُوْا هٰكَذَا ؛ وَلاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

২৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হল। সে শরাব পান করেছিল। তিনি হুকুম দিলেন ঃ তাকে মার-ধর কর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের মধে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউ কাপড় দিয়ে মার-পিট করল। যখন সে ফিরে গেল, কতিপয় লোক বলল, মহান আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরূপ বল না, শয়তানকে তার ওপর বিজয়ী কর না। (বুখারী)

بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ(الحج : ٧٧)

"তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৭)

٢٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُوْا الْمُسْلِمِ : لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৪৪। হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন অসুবিধা (বা বিপদ) দূর করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশবিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ ،وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ أَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ تَعَالَى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَا رَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

২৪৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি (বড়) কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে দেয়, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাবের কষ্ট লাঘব করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহায্য সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি ইলমে (জ্ঞান) অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জান্নাতে একটি পথ সহজ করে দিবেন। যখন কোন একদল লোক আল্লাহ তা'আলার ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং (কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে) পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে, তখন তাদের ওপর শান্তি ও স্বস্তি নাযিল হতে থাকে। রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়,ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেন এবং মহান আল্লাহ তাঁর সামনে উপস্থিতদের (ফিরিশ্‌তাদের) কাছে তাদের উল্লেখ করেন। যার কার্যকলাপ তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

بَابُ الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শাফাআ'ত বা সুপারিশ সম্পর্কে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا ـ

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে।"(সূরা নিসা ঃ ৮৫)।

٢٤٦- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ : اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِيْ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৪৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন অভাবী লোক আসলে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তাঁর নবীর মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করান। (বুখারী ও মুসলিম)।

٢٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ قِصَّةِ بَرِيْرَةَ وَ زَوْجِهَا قَالَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِيْ؟ رَاجَعْتِهِ قَالَ : إِنَّمَا أَشْفَعُ قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

২৪৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ ও তার স্বামীর ঘটনা প্রসংগে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (বারীরাকে) বললেন ঃ তুমি যদি তাকে (স্বামীকে) পুনরায় গ্রহণ করতে (তাহলে ভাল হত)। বারীরাহ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ ? তিনি বললেন ঃ আমি সুপারিশ করছি, তোমাকে অনুরোধ করছি। বারীরাহ (রা) বললেন ঃ তাকে (স্বামীকে) আমার প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

بَابُ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া।

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ـ (النساء : ١١٤)

"লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য কেউ যদি গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দেয়, অথবা কোন ভাল কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের সংশোধন করার জন্য কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করবে তাকে আমরা বিরাট প্রতিদান দেব" (সূরা নিসা ঃ ১১৪)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (النساء : ١٢٨)

"সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম।"(সূরা নিসা ঃ ১২৮)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (الأنفال : ١)

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নাও। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক"। (সূরা আনফাল ঃ১)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - (الحجرات : ١٠)

"মু'মিনরা পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে"(সূরা হুজুরাত ঃ ১০)।

٢٤٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক দিন, যেদিন সূর্য উদিত হয়, মানব-দেহের প্রতিটি গ্রন্থির (জোড়া) সাদাকা আদায় করা প্রয়োজন। (এটা আদায় করার পদ্ধতি হল)ঃ দু'ব্যক্তির মাঝখানে ইনসাফ সহকারে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া সাদাকা হিসেবে গণ্য। কোন ব্যক্তির সাওয়ারীতে অন্য ব্যক্তিকে আরোহণ করতে দেয়া অথবা তার মাল-সামানা ঐ ব্যক্তির সাওয়ারীর পিঠে রাখতে দেয়া সাদাকারূপে গণ্য। পবিত্র ও উত্তম কথাবার্তা সাদাকা হিসেবে পরিগণিত। নামাযে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা হিসেবে গণ্য। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও সাদাকারূপে গণ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٤٩- عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৪৯. হযরত উম্মে কুলসূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কল্যাণ লাভ করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথার মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী দু'ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়। (বুখারী)

٢٥٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَيْنَ الْمُتَأَلِّيْ عَلَى اللّٰهِ لَايَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ فَقَالَ : أَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের দরজার বাইরে ঝগড়া-বিবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। তাদের গলার শব্দ চরমে উঠেছিল। তাদের একজন (ধার গ্রহণকারী) ঋণের কিছু অংশ মওকূফ করার জন্য এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য অনুনয়-বিনয় করছিল। অপরজন (ঋণদাতা) বলছিল, আল্লাহর কসম! আমি তা করতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আল্লাহর নামে কসমকারী কে, যে কল্যাণের কথা বলতে রাযী নয়? সে বলল, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যেমন পছন্দ করবে তেমনই করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥١- عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِيْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ أُنَاسٍ مَعَهُ ، فَحُبِسَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسَ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ وَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَايَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ

النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَرَجَعَ الْقَهْرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ ، فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يٰأَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيْقُ ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللّٰهِ : فَإِنَّهُ لَايَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِلاَّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىْ بِالنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِإِبْنِ أَبِىْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৫১. হযরত সাহল ইব্ন সাদ আস্-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌঁছল, বনী আওফ ইব্ন আম্রের লোকদের মধ্যে ঝগড়া-সংঘর্ষ চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সেখানে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেখানে বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও ঘনিয়ে এল। হযরত বিলাল (রা) হযরত আবু বকরের (রা) কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তো (ফিরতে) দেরী হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেল। আপনি কি লোকদের ইমামতি করে নামাযটা পড়াবেন? তিনি বললেন, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও। হযরত বিলাল (রা) নামাযের জন্য ইকামত দিলে এবং হযরত আবু বকর (রা) সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। অতঃপর মোক্তাদিরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এসে গেলেন। তিনি কাতার ভেদ করে একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মোক্তাদীরা তালি বাজিয়ে সংকেত দিতে লাগলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এদিকে কোন খেয়াল নেই কারণ, তিনি নামাযের মধ্যে কোন দিকে মন দিতেন না। তারা যখন আরো জোরে তালি বাজাতে লাগলেন, হযরত আবু বকর দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি ইশারা করে তাকে (আবু বকরকে) নিজ স্থানে থাকতে বললেন। হযরত আবু বকর (রা) নিজের দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে পিছনে চলে আসলেন এবং প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে এগিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি সাহাবাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের কি হল। যখন নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটতে যায় তখন তোমরা তালি বাজাতে শুরু করে দাও। উরুতে হাত মেরে তালি বাজানো তো মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য। কাজেই যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটতে দেখে সে যেন "সুবহানাল্লাহ" বলে। কেননা কোন ব্যক্তি যখনই "সুব্হানাল্লাহ" বলে তা শোনামাত্র লোকেরা তার প্রতি মনোনিবেশ করে। হে আবু বকর! আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কোন জিনিস তোমাকে লোকদের

নামায পড়াতে বাধা দিল? হযরত আবু বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কোহাফার পুত্র (আবু বকর) লোকদের নামাযে ইমামতি করার মোটেই উপযুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ ضَعْفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ وَالْخَامِلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বল ও নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ـ (الكهف : ٢٨)

"তোমার হৃদয়কে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাঁদের দিক থেকে কখনও অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর না"। (সূরা কাহফ ঃ ২৮)

٢٥٢– عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৫২. হযরত হারিস ইব্ন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ধরনের লোক জান্নাতী হবে আমি কি তা তোমাদের বলব না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। সে যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে কসম করে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করার সুযোগ দিবেন। কোন প্রকৃতির লোক দোযখে যাবে তা আমি কি তোমাদের বলব না? প্রত্যেক নাদান-মূর্খ, উদ্ধত-অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তি দোযখে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٣– عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَيُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ وَأَنْ لاَيُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَيُسْمَعَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৫৩. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ আস্‌-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর নিকটে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ (চলে যাও) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মত? সে উত্তরে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহর কসম! তিনি খুবই যোগ্য লোক, বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা হয় এবং কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব থাকলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (বসা লোকটিকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে উত্তরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো নিঃস্ব-গরীব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে এতটুকু উপযুক্ত যে, বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না এবং কোন কথা বললে তাতে কেউ আমল দেয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ (নিঃস্ব মুসলমান) ব্যক্তি দুনিয়াভর ঐসব ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٤- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِيَّ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِيْ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৫৪. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হল। দোযখ বলল, আমার অভ্যন্তরে বড়বড় স্বৈরাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিরা রয়েছে। জান্নাত বলল, আমার মাঝে অসহায়, দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা উভয়ের মধ্যে ফয়সালা দিলেন ঃ জান্নাত তুমি আমার রহমতের আধার। তোমার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। হে দোযখ! তুমি আমার আযাবের আধার। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমারই দায়িত্ব। (মুসলিম)

٢٥٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক মোটা-তাজা ও দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ও মূল্য একটি মাছির ডানার সমানও হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ إِمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ : أَفَلَا كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِيْ بِهِ ، فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَوْ أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِيْ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা (রাবীর সন্দেহ) এক যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু ইত্যাদি দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে না দেখতে পেয়ে (সাহাবা কেরামকে) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন ? সম্ভবত তারা এটাকে মামুলি ব্যাপার মনে করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তার জানাযা পড়লেন এবং বললেন ঃ এই কবরবাসীদের কবরগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকত। তাদের জন্য আমার নামায পড়ার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٥٧-وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এরূপ অনেক লোক আছে যাদের (মাথার চুল) উস্‌কো খুস্‌কো এবং (পা দুটি) ধুলি ধুসরিত, তাদেরকে (মানুষের) দরওয়াজাসমূহ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে তবে আল্লাহ তাদের কসম পূর্ণ করার তাওফিক দেন"। (মুসলিম)

٢٥٨- عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৫৮. হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি (মিরাজের রাতে) জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম) জান্নাতে প্রবেশকারী অধিকাংশ লোকই হচ্ছে নিঃস্ব-দরিদ্র। ধনী লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হলো। দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছিল। আমি দোযখের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম) দোযখে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে স্ত্রীলোক। (বুখারী ও মুসলিম)

২৫৯- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ : عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّىْ صَلاَتِىْ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَصَلاَتِىْ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ أُمِّىْ وَصَلاَتِىْ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَقَالَتْ : اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوْهِ الْمُوْمِسَاتِ ! فَتَذَاكَرَ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وَكَانَتْ إِمْرَأَةٌ بَغِىٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ فَتَعَوَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا . فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِىْ إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوْهُ وَهَدَمُوْا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوْا : زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِىِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ : قَالَ أَيْنَ الصَّبِىُّ ؟ فَجَاؤُوْا بِهِ فَقَالَ : دَعُوْنِىْ حَتَّى أُصَلِّىَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِىَّ فَطَعَنَ فِىْ بَطْنِهِ وَقَالَ : يَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوْكَ؟ قَالَ " فُلاَنُ الرَّاعِىْ فَأَقْبَلُوْا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُوْنَهُ وَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ وَقَالُوْا نَبْنِىْ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ : لاَ أَعِيْدُوْهَا مِنْ طِيْنٍ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوْا وَبَيْنَا صَبِىٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَ هٰذَا فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ ! ثُمَّ أَقْبَلَ ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ فَكَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِىْ ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ فِىْ فِيْهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ثُمَّ قَالَ : ،وَمَرُّوْا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِىَ تَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتْ أُمُّهُ : اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهَا! فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا

! فَهٰنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْثَ فَقَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنٌ الْهَيْئَةَ فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهُ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ وَمَرُّوْا بِهٰذِهِ الْاَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا ؟ قَالَ : وَإِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ جَبَّارٌ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَتَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ ، وَإِنَّ هٰذِهِ يَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ (বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দোলনায় কথা বলেনি। (এক) হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম এবং (দুই) সাহেবে জুরাইজ। জুরাইজ একজন আবেদ বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি ইবাদত ঘর তৈরী করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানে তার মা আসলেন। এ সময় তিনি নামাযে রত ছিলেন। তার মা বললেন, হে জুরাইজ! তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, হে প্রভূ! আমার নামায ও আমার মা। জুরাইজ! তখন জুরাইজ নামাযেই রত থাকলেন। তার মা চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তার মা আসলেন, এবারও তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি (মনে মনে) বললেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযেই রত থাকলেন। পরবর্তী দিন এসেও মা তাকে নামাযে রত অবস্থায় দেখলেন। তিনি ডাকলেন, হে জুরাইজ! জুরাইজ বললেন, হে প্রভু! আমার মা ও নামায। তিনি তার নামাযেই ব্যস্ত থাকলেন। তার মা বললেন, হে আল্লাহ! একে তুমি যিনাকারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ো না। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে জুরাইজ ও তার ইবাদতের চর্চা হতে লাগল। এক অসতী নারী ছিল। সে উল্লেখযোগ্য রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। সে বলল, তোমরা যদি চাও আমি তাকে (জুরাইজকে) বিভ্রান্ত করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল, কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না। অতঃপর সে তার ইবাদত ঘরের কাছাকাছি এলাকায় এক রাখালের কাছে আসল। সে নিজের ওপর তাকে অধিকার দিল এবং উভয়ে যেনায় লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হল। যখন সে বাচ্চা প্রসব করল তখন বলল, এটা জুরাইজের ফসল। বনী ইসরাঈলেরা (ক্ষিপ্ত হয়ে) তাঁর কাছে এসে তাঁকে খানকা থেকে বের করে আনল, খানকাটি ধুলিস্মাৎ করে দিল এবং তাঁকে মারধর করতে লাগল। জুরাইজ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে কুকাজ করেছ। ফলে একটি শিশু ভূমিষ্ট হয়েছে। তিনি বললেন, শিশুটি কোথায় ? তারা বাচ্চাটিকে নিয়ে আসল। জুরাইজ বললেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও নামায পড়ে নেই। কাজেই তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি শিশুটির কাছে আসলেন এবং তাকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে শিশু! তোমার পিতা কে ? সে বলল, আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে আকৃষ্ট হল এবং তাকে চুমা দিতে লাগল। তারা বলল, এখন আমরা তোমার খানকাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। তিনি বললেন, দরকার

নেই, বরং পূর্বের মত মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও। অতঃপর তারা খানকাটি পুনর্নির্মাণ করে দিল। (তিন) একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি পশুতে সাওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোষাক পরিচ্ছদও ছিল উন্নত মানের। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই ব্যক্তির মত যোগ্য কর। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তাকে দেখার পর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত কর না। (রাবী বলেন,) আমি যেন এখনও দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটিকে দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনি মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (নবী) বললেন ঃ লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল ঃ তুমি যিনা করেছ এবং চুরি করেছ। আর মেয়েলোকটি বলছিল ঃ "আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিবাবক" শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে এ ভ্রষ্টা নারীর মত কর না। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে মেয়েলোকটির দিকে তাকাল, অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এই নারীর মত বানাও। এ সময় মা ও শিশুর মধ্যে কথা শুরু হয়ে গেল। মা বলল একটি সুঠাম ও সুন্দর লোক চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে দাও। তুমি প্রতি উত্তরে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মত করো না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি কুকাজ করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ করো না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল স্বৈরাচারী যালিম। সেজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না। আর এই মেয়েলোকটিকে তারা বলল, তুমি কুকাজ করেছ। প্রকৃতপক্ষে সে কুকাজ করেনি। তারা বলল, তুমি চুরি করেছ, আসলে সে চুরি করেনি। এজন্যই আমি বললাম হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়েলোকটির মত করো। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيْمِ وَالْبَنَاتِ وَسَائِرِ الضُّعَفَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمُنْكَسِرِيْنَ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمْ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ۔

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম, কন্যা সন্তান এবং দুর্বল ও নিঃস্ব লোকদের সাথে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করা, আদর-স্নেহ করা, অনুগ্রহ করা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۔(الحجر: ٨٨)

"তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্য-সমগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদের দিয়ে রেখেছি। আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করবে। তাদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি তোমার অনুগ্রহের বাহু বিস্তার করে রাখবে"। (সূরা হিজ্‌র ঃ ৮৮)

وَاصْبِرْ وَانْفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ، وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ (الكهف : ٢٨)

"তোমার অন্তরকে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের দিক থেকে কখনও অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না! তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাকজমক পসন্দ কর ? (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮)

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ـ (الضحٰى : ٩-١٠)

"অতএব তুমি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না। যাচ্‌নাকারীকে ধমক দিও না"। (সূরা দুহা ঃ ৯. ১০)

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ، فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ (الماعون : ٣-١)

"তুমি কি তাদের দেখেছ যারা কিয়ামতের প্রতিফলকে মিথ্যা মনে করে ? তারা হল ঐসব লোক, যারা ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারা মিস্‌কীনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না"। (সূরা মাঊন ঃ ১-৩)

٢٦٠- عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ . فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُطْرُدْ هٰؤُلاَءِ لاَيَجْتَرِئُوْنَ عَلَيْنَا وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقَعَ : فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৬০. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ৬ জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, এই লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন তাহলে তারা আমাদের ওপর বাহাদুরী করতে পারবে না। আমরা (৬জন) ছিলাম ঃ আমি, ইব্‌ন মাসউদ, হোযাইল গোত্রের একব্যক্তি, বিলাল এবং অন্য দু'ব্যক্তি যাদের নাম আমার মনে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু (কথার) উদয় হল। তাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করলেন ঃ ولا تطرد الذين ..... (অথ) "যারা তাদের প্রতিপালককে দিন-রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর রেযামন্দি-

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে ঠেলে দিও না। তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব তোমার নেই এবং তোমার হিসাবেরও কোন বোঝা তাদের ওপর নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তবে তুমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৫২)।

٢٦١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَائِذِبْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِىِّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِى نَفَرٍ فَقَالُوْا : مَا أَخَذَتْ سُيُوْفُ اللّٰهِ مِنْ عَدُوِّ اللّٰهِ مَأْخَذَهَا فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَتَقُوْلُوْنَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا أَبَابَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ لَكَ يَا أَخِىْ - فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : يَا إِخْوَاتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوْا لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬১. হযরত আবু হুবায়রা আয়িয ইব্‌ন আ'ম্‌র আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। একদা আবু সুফিয়ান কতিপয় লোকের সাথে হযরত সালমান ফারসী (রা) সুহায়ব রূমী (রা) ও বিলালের (রা) কাছে আসলেন। তারা বললেন, আল্লাহর তরবারী আল্লাহর দুশমনদের কাছ থেকে প্রাপ্য হক আদায় করেনি। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তোমরা কোরায়শ শেখ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য এরূপ কথা বলছ ? তিনি (আবু বকর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবু বকর! তুমি সম্ভবত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তুমি তাদেরকে (বিলাল, সালমান ও সুহায়বকে) অসন্তুষ্ট করে থাক তবে তুমি তোমার প্রভূকেই অসন্তুষ্ট করলে! তিনি (আবু বকর) তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, হে ভাইগণ! আমি কি তোমাদের অসন্তুষ্ট করেছি ? তারা বললেন, না। হে ভাই! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। (মুসলিম)

٢٦٢-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

২৬২. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি জান্নাতে ইয়াতীমদের এভাবে দেখাশুনা করব। (এই বলে) তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন এবং দু'টোর মাঝখানে ফাঁক করলেন। (বুখারী)

٢٦٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَأَشَارَ الرَّوِاىُ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইয়াতীমের নিকটাত্মীয় কিংবা দূরাত্মীয়দের দেখাশুনার দায়িত্ব আমার। তারা উভয়ে (ইয়াতীম এবং তার আত্মীয়) জান্নাতে এভাবে থাকবে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় তাঁর নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করে (বিষয়টি বুঝালেন)। (মুসলিম)

٢٦٤- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَتَعَفَّفُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الصَّحِيْحَيْنِ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَيَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ -

২৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "এমন ব্যক্তি মিস্কীন নয় যাকে একটি অথবা দু'টি খেজুর দেয়া হয়, এক লোক্মা বা দু'লোকমা দেয়া হয় না। যে ব্যক্তি দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতে না সেই হচ্ছে মিস্কীন। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ "এমন ব্যক্তি মিস্কীন নয়, যে এক-দু'মুঠো খাবারের জন্য বা দু-একটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলে সে প্রত্যাবর্তন করে। প্রকৃত মিস্কীন ঐ ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সংগতি নেই, অথচ (তার নীরবতার কারণে) তাকে চেনাও যায় না, যাতে লোক তাকে সাদাকা দান করতে পারে এবং সে নিজে উঠে গিয়েও কারো কাছে হাত পাতে না।"

٢٦٥- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : السَّاعِىْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَكَالْقَائِمِ الَّذِىْ لاَيَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ বিধবা, বৃদ্ধ ও মিস্কীনদের (সাহায্যের)জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। (রাবী বলেন,) আমার ধারণা, তিনি (নবী) এ কথাও বলেছেন ঃ সে অবিরাম নামায পাঠকারী ও রোযাদার ব্যক্তির সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ -

২৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এমন ওলীমা (বৌ-ভাত) হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাতে যারা আসে তাদেরকে বাধা দেয়া হয়, আর যারা আসতে রাজী নয়, তাদেরকে দাওয়াত করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত (কবুল করা) পরিত্যাগ করল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল। (মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তক অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ওলীমা হচ্ছে সেটি যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়।"

٢٦٧-عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এরকম হব। তিনি তাঁর আঙ্গুল মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)

٢٦٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ إِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا أَيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৬৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং তার সাথে দু'টি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাচ্ছিল। কিন্তু সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আমি খেজুরটা তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করল, কিন্তু সে নিজে তা থেকে খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। আমি তাকে ব্যাপারটা অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٦٩- عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِيْ مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْتَنَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا إِبْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِيْ كَانَتْ تُرِيْدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأَعْجَبَنِيْ شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِيْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৬৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরিদ্র স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যাসহ আমার কাছে আসল। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে তার মেয়ে দু'টোকে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্য তার মুখের দিকে তুলল। কিন্তু এটিও তার মেয়েরা চাইল। যে খেজুরটি সে নিজে খাওয়ার ইচ্ছা করল তাও দু'ভাগ করে তার মেয়ে দু'টিকে দিয়ে দিল। (আয়েশা (রা) বলেন,) ব্যাপারটি আমাকে অবাক করল। সে যা করল আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন ঃ এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন অথবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (মুসলিম)

٢٧٠-وَعَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍوالْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ : الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

২৭০. হযরত আবু শুরাহ্ খুয়াইলিদ ইব্ন আ'মর আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতীম ও নারীদের প্রাপ্য এবং অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে আমি তার জন্য অন্যায় ও গুনাহ নির্দিষ্ট করে দিলাম। (নাসাঈ)

٢٧١- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِيْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

২৭১. হযরত মুস'আব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) দেখলেন অন্যদের ওপর তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তোমরা কেবল তোমাদের দুর্বলদের ওয়াসীলায়ই সাহায্য ও রিয্কপ্রাপ্ত হও।" (বুখারী)

٢٧٢-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَبْغُوْنِيْ فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

২৭২. হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা আমার সন্তুষ্টি নিঃস্ব-দুর্বলদের মধ্যে অন্বেষণ কর। কেননা তোমরা তাদের ওয়াসীলায় সাহায্য ও রিয্কপ্রাপ্ত হও।" (আবু দাউদ)

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সথে সদ্ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (النساء : ١٩)

"এবং তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর"। (সূরা নিসা ঃ ১৯)

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا -(النساء :١٢٩)

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব, একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপরজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তো ক্ষমাকারী ও দয়াময়"। (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

٢٧٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমার কাছ থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যহার করার শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি সোজা করতে যাও, তবে ভেংগে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি ফেলে রাখ তবে বাঁকা হতেই থাকবে। অতএব, নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا" انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ، عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنَ اخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুত্‌বা দিতে শুনলেন। তিনি সেই উষ্ট্রী এবং তার হত্যাকারীর কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "যখন তারা তাদের হতভাগা দুষ্ট লোকটাকে পাঠালো।" (সামূদ জাতির) একজন বড় সরদার, নিকৃষ্ট, দুষ্ট ও সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি স্ফূর্তি ও উন্মত্ততার সাথে (উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য) দাঁগিয়ে গেল। (নবী (স)) তাঁর বক্তৃতায়) মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় আর সে তাকে গোলাম-বাঁদীর মত মারে। দিনের শেষে সে আবার তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর তিনি বাতকর্মের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "যে কাজ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজেই করে সে কাজের জন্য সে কেন হাসবে ?" (বুখারী)

٢٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اخَرَ أَوْقَالَ غَيْرَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৭৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন মুসলমান পুরুষ যেন কোন মুসলমান মহিলার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুত পোষণ না করে, কেননা তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে। অথবা তিনি (নবী) অনুরূপ কথা বলেছেন। (মুসলিম)

٢٩٦-عَنْ عَمْرِوبْنِ الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৭৬. হযরত আমর ইব্‌ন আহ্‌ওয়াশ আল-জুসামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছেন। তিতি (রাসূলুল্লাহ সা) বিদায় হজ্জের খুত্‌বায় আল্লাহর প্রশংসা ও সানা করলেন। লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা মেয়েদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করা ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নও। কিন্তু হাঁ, যদি তারা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে মারধর কর কিন্তু কঠোরভাবে নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য বিকল্প পথ অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে তা হলঃ তারা তোমাদের অপসন্দনীয় ব্যক্তিদের দ্বারা তোমাদের কলুষিত করবে না এবং তাদেরকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। তোমাদের ওপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তা হল, তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে তাদের প্রতি ইহ্‌সান করবে, ভাল ব্যবহার করবে।" (তিরমিযী)

٢٧٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

২৭৭. হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন হাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কোন ব্যক্তির ওপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ তুমি যখন আহার কর তাকেও আহার করাও, তুমি যখন পরিধান কর, তাকেও পরিধান করাও, কখনও চেহারা বা মুখমন্ডলে প্রহার কর না, কখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আবু দাউদ)

٢٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম ঈমানের দিক দিয়ে সে-ই পরিপূর্ণ মু'মিন। তোমাদের মধ্যে সেইসব লোক সবচেয়ে ভাল যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ভাল।" (তিরমিযী)

٢٧٩- عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَبِيْ ذُبَابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ أَطَافَ بَالَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

২৭৯. হযরত আয়াস ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহর বাঁদীদেরকে (স্ত্রীলোকদের) মার-পিট করো না। একদা হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর চড়াও হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে মারতে অনুমতি দিলেন। ফলে অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনদের কাছে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের অনেক মহিলা এসে মুহাম্মদের পরিবারের লোকদের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। এর (স্বামীরা) কিছুতেই ভাল লোক নয়। (আবু দাউদ)

٢٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেক্কার স্ত্রী।" (মুসলিম)

بَابُ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক- অধিকার।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

"اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ" -

"পুরুষরা মেয়েদের পরিচালক-এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এক দলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আরো এ জন্য যে, পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে"। (সূরা নিসাঃ ৩৪)

٢٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْا امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضَى عَنْهَا -

২৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে। কিন্তু সে আসে না, তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।(বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফিরিশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্তা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। অপর এক বর্ননায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় তার প্রতি তার স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

٢٨٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ -

২৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নফল) রোযা রাখা হালাল নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৮৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক একজন রক্ষক পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল। স্ত্রী তার স্বামী ঘরের এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨٤- عَنْ أَبِيْ عَلِيٍّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ -

২৮৪. হযরত আবু আলী তাল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "স্বামী যখন তার কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে, এমনকি চুলার ওপর রুটি থাকলেও।" (তিরমিযী ও নাসাঈ)

٢٨٥-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ كُنْتَ امِرًا أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজ্‌দা করার জন্য।" (তিরমিযী)

٢٨٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّهَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৮৬. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় মারা গেল, যখন তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সেক্ষেত্রে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

٢٨٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَاتُؤْذِي امْرَأَةُ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

২৮৭. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখনই কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে তখনই (বেহেশতের) আয়াতলোচন হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। (তিরমিযী)

٢٨٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৮৮. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিত্‌না ও বিপর্যয় রেখে যাইনি।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الشَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (البقرة : ٢٣٣)

"সন্তানের পিতাকে ন্যায়সংগতভাবে মায়েদের ভরণ-পোষণ করতে হবে"। (সূরা বাকারাঃ ২৩৩)

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا اٰتَاهَا - (الطلاق : ٧)

"সচ্ছল লোক নিজের স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিয্‌ক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, তার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না। (সূরা তালাক ঃ ৭)

٢٨٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিস্‌কীনকে দান করেছ আর একটি দীনার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। এ দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্য খরচ করেছ প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই সর্বোত্তম। (মুসলিম)।

٢٩٠- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ثَوْبَانَ بْنِ بُجْدُدَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

২৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু আবদুর রহমান ইব্‌ন সাওবান ইব্‌ন বুজদুদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম দীনার হল যেটা কোন ব্যক্তি তার নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে পোষা ঘোড়ার জন্য খরচ করে এবং যে দীনারটি আল্লাহর পথে নিজের বন্ধুদের জন্য খরচ করে। (মুসলিম)

٢٩١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ أَجْرٌ فِىْ بَنِىْ أَبِىْ سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا إِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯১. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করি তবে তাতে কি আমার কোন সাওয়াব হবে ? আমি তাদেরকে কোন রকমই পরিত্যাগ করতে পারছি না। কেননা তারা আমারও সন্তান। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি তাদের যে ব্যয়ভার বহন করছ, তাতে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الَّذِىْ قَدَّمْنَاهُ فِىْ أَوَّلِ الْكِتَابِ فِىْ بَابِ النِّيَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لَهُ : وَإِنَّكَ اَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِىْ امْرَأَتِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯২. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যে খরচই কর না কেন তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ তাতেও। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٣- عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَلَهُ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯৩. হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোন লোক সাওয়াব অর্জনের আশা রেখে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য যা খরচ করে তা তার জন্য সাদাকা স্বরূপ গণ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَاوَهُ مُسْلِمٌ صَحِيْحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ ـ

২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যার রিযিকের মালিক হয় তার রিযিক নষ্ট করে দেয়াই তার গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটা সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার রিযিকের মালিক হয় তার এ রিযিক সে আটকে রাখে।"

٢٩٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর। অপরজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট করে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٦-وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـ

২৯৬. হযরত আবু হারায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ। নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান খয়রাত) শুরু কর। উত্তম সাদাকা হল যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করা হয়। যে ব্যক্তি পুণ্যবান হতে চায় মহান আল্লাহ তাকে পুণ্যবান করে দেন। যে ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করে দেন। (বুখারী)

بَابُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ও পসন্দনীয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ بِهِ عَلِيْمٌ۔(ال عمران : ٩٢)

"তোমাদের প্রিয় ও পসন্দনীয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর যা কিছুই তোমরা খরচ করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ۔(البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপর্জন করেছ এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। তোমাদের জন্য এরূপ করা উচিত নয় আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কেননা সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তা গ্রহণ করতে তোমরা কিছুতেই রাযী হবে না। বরং তোমরা উপেক্ষা প্রদর্শন করবে। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বোত্তম গুণের অধিকারী"। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

٢٩٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" "قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :بَخٍ ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّيْ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي

الْأَقْرَبِيْنَ ؛ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

২৯৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) খেজুর বাগানের কারণে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহাআ' নামক বাগানটি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। এ বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে যাতায়াত করতেন এবং বাগানের মিঠা পানি পান করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমাদের প্রিয় এবং পসন্দনীয় জিনিস (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।" –(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন হযরত আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর নাযিল করেছেন ঃ "তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।" 'বায়রাহাআ' নামক বাগানটি আমার সর্বপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর জন্য সাদাকা করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর মর্জিমাফিক আপনি এটা কাজে লাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, আচ্ছা, এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি কি বলেছ আমি তা শুনেছি। এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দেয়াটাই আমি উপযুক্ত মনে করি। হযরত আবু তালহা (রা) বললেন, আমি তাই করব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর হযরত আবু তালহা (রা) বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ وُجُوْبِ أَمْرِهِ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ الْمُمَيِّزِيْنَ وَسَائِرِ مَنْ فِيْ رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِمْ وَمَنْعِهِمْ عَنْ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের পরিবারবর্গ, সন্তান এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করা, এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখা।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طٰهٰ : ١٣٢)

"তোমার পরিবার পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তাতে দৃঢ়পদ থাক" (সূরা তো-হা ঃ ১৩২)।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا (التحريم : ٦)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।"(সূরা তাহরীম ঃ ৬)

٢٩٨-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُخْ كُخْ ! اِرْمِ بِهَا أَمَا عَمِلْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৯৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইব্ন আলী (রা) সাদাকার (যাকাতের) খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ কোখ! কোখ! এটা ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সাদাকা খাই না ? (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٩- عَنْ أَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَبْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالُوْا لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِىْ بَعْدُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

২৯৯. হযরত আবু হাফস উমর ইব্ন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে একটি শিশু ছিলাম। আমার হাত (খাবারের) পাত্রের এদিক সেদিক যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ "খোকা! আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ কর এবং নিকটস্থ খাবার খাও।" এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শিখানো পদ্ধতিতেই খাবার খেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٠- عَنْ أَبِىْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ أَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ؛ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩০০. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার এ দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল। তার

দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খাদেম তার মনিবের ধন সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই তোমরা সবাই-ই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠١- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৩০১. হযরত আমর ইব্ন শু'আইব তার পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাত বছরে পদার্পণ করলেই তোমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও। দশ বছরে পদার্পণ করলে (তখনও যদি নামায পড়ার অভ্যাস না হয়ে থাকে তবে) নামায পড়ার জন্য দৈহিক শাস্তি দাওএবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

٣٠٢- عَنْ أَبِيْ ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِّيِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِيْنَ ، وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَفْظُ أَبِيْ دَاوُدَ : مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ -

৩০২. হযরত আবু সুরাইয়্যা সাবরা ইব্ন মা'বাদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "সাত বছর বয়সেই শিশুদের নামায শিক্ষা দাও। দশ বছর বয়সে (যদি নামায না পড়ে তবে) এজন্য শাসন কর।"

এটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের শাব্দিক বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "শিশু যখন সাত বছরে পদার্পন করে তখন তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও।"

بَابُ حَقُّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ..... (النساء : ٣٦)

"তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিস্কীনদের প্রতিও এবং

প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পথ চলার সাথী ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর ....." (সূরা নিসা ঃ ৩৬)।

٣٠٣-عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৩. হযরত ইব্‌ন উমর ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হযরত জিব্‌রীল (আ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।(বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٤- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ، وَرَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيْلِيْ ﷺ أَوْصَانِيْ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ -

৩০৪. হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে আবু যার যখন তুমি তরকারী পাকাও, তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও।" (মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আবু যার (রা) বলেন, আমার বন্ধু (মহানবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিলেন ঃ যখন তুমি ঝোল পাকাও তাতে বেশী পানি দাও। অতঃপর নিজের প্রতিবেশীর ঘরের খোঁজ খবর নাও এবং তাদেরকে এই ঝোল থেকে ভালভাবে দাও।

٣٠٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ! قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الَّذِيْ لاَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -

৩০৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বললেন ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

٣٠٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন অপর প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে। এমন কি বক্‌রীর পায়ের একটি ক্ষুর উপঢৌকন পাঠালেও নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَن يَّغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : مَالِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ! وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এক প্রতিবেশী যেন নিজের দেয়ালের সাথে অপর প্রতিবেশীকে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, আমি তোমাদেরকে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সামনে এ হাদীসটি অবশ্যই প্রকাশ করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِيْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের ইজ্জত করে আদর-আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।"(বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٩- عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ،وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩০৯. হযরত আবু শুরাইহ্ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে আদর-আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা অন্যথায় চুপ থাকে। (মুসলিম)

٣١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ ؟ قَالَ :إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩১০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুই ঘর প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব ? তিনি বললেন ঃ উভয়ের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশী কাছে হয় তাকে। (বুখারী)

٣١١- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ বন্ধুদের মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম বন্ধু ঐ ব্যক্তি যে তার সংগীর কল্যাণকামী। প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণকামী। (তিরমিযী)

بَابُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. [النساء: ٣٦]

"তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিস্কীনদের সাথেও ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, চলার সাথী, পথিক-মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

"সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে যার যার হক দাবী কর এবং আত্মীয় সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন"। (সূরা নিসা ঃ ১)

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ ..... الاٰيَةَ ـ

"(বুদ্ধিমান লোক তারাই) যারা আল্লাহ যে সব সম্পর্কে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন - তা বহাল রাখে, ... (সূরা রাদ ঃ ২১)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .....الاٰيَةَ

"আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৮)

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ(بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤)

"তোমাদের প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা কেবলমাত্র তাঁরাই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তোমরা তাদেরকে উহ পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে ভদ্রভাবে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতা বাহু তাদের জন্য সম্প্রসারিত করবে। আর এ দু'আ করতে থাকবে ঃ প্রভূ হে! এদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সুরা বনী ঈসরাঈল ঃ ২৩ ও ২৪)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ(لقمان : ١٤)

"আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার অধিকার বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্ট ও দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। অতঃপর তাকে একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক এবং সাথেসাথে পিতা-মাতার প্রতিও। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে"। (সূরা লুক্‌মান ঃ ১৪)

٣١٢- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ : ثُمَّ أَىُّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ "قُلْتُ" ثُمَّ أَىُّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩১২. হযরত আবু আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ ঠিক সময়ে নামায পড়া। আমি আবার বললাম, অতঃপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন্ কাজটি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٣١٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ـ وَرَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৩১৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোন সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় দেখে এবং ক্রয় করে আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)। (মুসলিম)

٣١٤- وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের জীবনে বিশ্বাসী সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣١٥- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلَى قَالَ : فَذٰلِكَ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوْا إِنْ

شِئْتُمْ : "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ : فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ -

৩১৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির কাজ শেষ করে যখন অবসর হলেন, তখন রাহেম (আত্মীয়তার সম্পর্কে) দাঁড়িয়ে বলল, এ স্থানটি কি ঐ ব্যক্তির জন্য যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে আশ্রয় চায়? তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ হাঁ। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট হবে যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সথে সম্পর্কচ্ছেদ করব ? 'রাহেম' বলল, হাঁ আমি সন্তুষ্ট হব। মহান আল্লাহ বললেন ঃ এ স্থানটি তোমার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবাগণকে) বললেন ঃ যদি তোমরা চাও তবে এই আয়াত পাঠ কর ঃ "এখানে তোমাদের থেকে এ অপেক্ষা আরো কিছুর আশা করা যায় কি, তোমরা যদি উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর একজন অপরজনের গলা কাটবে ? এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন"। (সুরা মুহাম্মদ ঃ ২২, ২৩)। (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ "যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তাকে অনুগ্রহ করব, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব।"

٣١٦- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ" أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ " ثُمَّ مَنْ : قَالَ : أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أَبُوْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ : أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ -

৩১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মাতা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মাতা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার আম্মা। সে বলল, অতঃপর কে ? তিনি বললেন তোমার পিতা। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হক্‌দার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার আম্মা, অতঃপর তোমার পিতা, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়।

٣١٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

٣١٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এরূপ আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি, কিন্তু তারা সর্বদাই মূর্খতার পরিচয় দেয়। তিনি (নবী) বললেন ঃ তুমি যেমন বলেছ সত্যিই যদি তেমনটি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছ। তুমি যতক্ষণ তোমার উল্লেখিত কর্মনীতির ওপর থাকবে, আল্লাহর সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে এবং তিনি তাদের ক্ষতি থেকে তোমাকে বাঁচাবেন। (মুসলিম)

٣١٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রিযিক প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কালবৃদ্ধি হওয়া পসন্দ করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ

إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ : "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ،فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتُ وَإِنِّيْ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِيْ الْأَقْرَبِيْنَ . فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর সম্পদে সমৃদ্ধ হযরত আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সমস্ত মালের মধ্যে "বায়রাহাআ" নামক বাগানটি তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যস্থিত মিঠা পানি পান করতেন (হযরত আনাস (রা) বলেন) যখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমাদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" –(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন হযরত আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর নাযিল করেছেন ঃ "তোমাদের পসন্দনীয় বস্তু (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে রাবে না।" বায়রাহাআ নামক বাগানটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহর জন্য সাদাকা করে দিলাম, বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর মর্জি মাফিক আপনি এটা কাজে লাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা! এটাতো লাভজনক সম্পদ, এটাতো লাভজনক সম্পদ। আর তুমি কি বলেছ আমি তাও শুনেছি। এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দান করাটাই আমি উপযুক্ত মনে করি। হযরত আবু তালহা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। অতঃপর হযরত আবু তালহা (রা) বাগানটি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِيْ الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ : قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا " قَالَ فَتَبْتَغِيْ الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরাত করার বায়'আত কবুল করতে চাই এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি বললেনঃ তোমার পিতামাতার কেউ কি জীবিত আছে? সে বলল, হাঁ, বরং উভয়ই তিনি বললেনঃ এরপরও তুমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হাঁ, তিনি বললেনঃ পিতামাতার কাছে ফিরে যাও, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং তাদের খেদমত কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيءِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইহসানের পরিবর্তে ইহসানকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী ঐ ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে পুনরায় তা স্থাপন করল। (বুখারী)

٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলানো রয়েছে। সে বলে, যে আমাকে জুড়ে দিবে আল্লাহ তাকে জুড়ে দিবেন যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٤- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنِّيْ أَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ ؟ قَالَ : أَوْ فَعَلْتِ ؟ قَالَتْ؟ نَعَمْ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৪. হযরত উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি ক্রীতদাসী আযাদ করলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি নিলেন না। তিনি পালাক্রমে যেদিন তার (মাইমুনার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি জানেন, আমি আমার বাঁদীটা আযাদ করে দিয়েছি ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি তাকে আযাদ করে দিয়েছ ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এ বাঁদীটা তোমার মামাদের দিয়ে দিতে তবে আরো অধিক সাওয়াবের অধিকারী হতে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٥- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ : نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৫. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য (মক্কা থেকে মদীনায়) আসলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এসেছে, আমি কি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করব ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٦- عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفٌ ذَاتُ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّيْ وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : بَلْ ائْتِيْهِ أَنْتِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ : أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا ؟ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের স্ত্রী এবং সাকীফা গোত্রের কণ্যা হযরত যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে মহিলা! তোমরা সাদাকা কর, এমনকি গহনাপত্র দিয়ে হলেও। তিনি (যায়নব) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (স্বামী) কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, আপনি গরীব এবং সামান্য

ধন-সম্পদের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (স্ত্রীলোকদেরকে) সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আমার সাদাকা-খয়রাত আপনাকে দিলে যথার্থ হবে কি না ? অন্যথায় অন্য লোকদের দিয়ে দেব। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ বরং তুমি গিয়েই তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে এস। তাই আমি বের হয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় আরো একজন আনসার মহিলা অপেক্ষা করছে। তার এবং আমার একই প্রসংগ। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এক মহান ও অলৌকিক অবস্থা বিরাজ করছিল। হযরত বিলাল (রা) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে খবর দিন, দু'জন মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, "আমরা যদি আমাদের স্বামীদের ও আমাদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমদের দান খয়রাত করি তবে তা কি আমাদের জন্য যথার্থ হবে ?" কিন্তু আমরা কে, এ সম্পর্কে আপনি তাঁকে অবহিত করবেন না। হযরত বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ স্ত্রীলোক দু'টি কে ? তিনি বললেন, এক আনসার মহিলা আর যয়নব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ কোন যায়ানাব ? হযরত বিলাল (রা) বললেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাদের উভয়ের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। (এক) নিকটাত্মীয়তার সাওয়াব, (দুই) দান খয়রাতের সাওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٧- وَعَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ صَخْرِبْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِيْ قِصَّةِ هِرَقْلَ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لِأَبِيْ سُفْيَانَ : فَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ (يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) قَالَ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩২৭. হযরত আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি (নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কি হুকুম করেন? আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি বললাম, তিনি বলেন ঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক কর না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলেছে তা পরিত্যাগ কর। তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যবাদীতা, পবিত্র জীবন যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা ইত্যাদি কাজের নির্দেশ দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٢٨- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ - وَفِيْ رِوَايَةٍ : سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ

وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩২৮. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবা কেরামকে) বললেন ঃ অচিরেই তোমরা এমন এক ভূ-খন্ড জয় করবে, যেখানে কীরাতের আলোচনা হতে থাকবে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে, যেখানে কীরাতের নাম করা হয়। অতএব সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা তাদের জন্য যিম্মাদারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন এটা তোমরা জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি ইহ্সান কর। কেননা তাদের মধ্যে যিম্মাদারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি "ذمة ورحما" এর স্থলে "ذمة وصهرا" শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ যিম্মাদারী ও শ্বশুর পক্ষীয় আত্মীয়তা রয়েছে। (মুসলিম)

٣٢٩-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ "وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ دَعَا "رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ : يَابَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ ، يَابَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُوَيٍّ انْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ،يَابَنِيْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ؛ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩২৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে (মহান আল্লাহর) ভীতি প্রদর্শন কর" –(সূরা শু'আরাঃ ২১৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের ডাকলেন। সাধারণ-বিশেষ সবাই একত্রিত হল। তিনি বললেন ঃ হে আবদ শামসের বংশধর, হে কা'ব ইব্ন লুয়াইর বংশধর, নিজেদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। হে আ'বদ মান্নাফের বংশধর, নিজেদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (স.) নিজেকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করার মালিক আমি নই। শুধু এটুকুই যে, তোমাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আমি (দুনিয়াতে) এর হক আদায় করতে চেষ্টা করব। (মুসলিম)

٣٣٠- عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ : إِنَّ اٰلَ بَنِىْ فُلَانٍ لَيْسُوْا بِأَوْلِيَائِىْ ، إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلٰكِنَّ لَهُمْ رَحِمٌ أُبُلُّهَا بِبَلَالِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৩০. হযরত আম্‌র ইব্‌নুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোপনে নয়, প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি ঃ অমুকের বংশধররা আমার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক নয়। আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হলেন মহান আল্লাহ এবং নেক্‌কার মু'মিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি তা অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করব। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣١- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৩১. হযরত আবু আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়িদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর ইবাদত করতে থাক, তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣٢- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৩৩২. হযরত সালমান ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ইফ্‌তার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করে। কেননা এতে বরকত আছে। যদি সে খেজুর না পায়, তবে পানি দিয়ে ইফ্‌তার করবে। কেননা এটা পবিত্র বা পবিত্রকারী। তিনি আরো বলেন ঃ মিস্‌কীনকে দান-খয়রাত করা সাদাকা হিসাবে গণ্য। আত্মীয়-স্বজনের জন্য দু'টো কথা-এক, দান-খয়রাত করা এবং দুই, আত্মীয়তার সম্পর্ককে বজায় রাখা। (তিরমিযী)

٣٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৩৩. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুবই ভালবাসতাম। কিন্তু হযরত উমার (রা) তাকে পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে বললেন, তাকে তালাক দিয়ে বিদায় দাও। আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। হযরত উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এটা জানালেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাকে) বললেন ঃ তাকে তালাক দিয়ে দাও। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٣٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِيْ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّيْ تَأْمُرُنِيْ بِطَلَاقِهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৩৪. হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার একটি স্ত্রী আছে। কিন্তু আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে হুকুম করছেন। তিনি (আবু দারদা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতামাতা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি মজবুত দরজা। এখন তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটি ভেংগেও দিতে পার অথবা হিফাযতও করতে পার। (তিরমিযী)

٣٣٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৩৫. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। (তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْعُقُوْقِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, তাদের অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ - (محمد : ٢٢-٢٣)

"এখানে তোমাদের থেকে এ অপেক্ষা আরও কিছুর আশা করা যায় কি, তোমরা যদি উল্টো মুখে ফিরে যাও, তবে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরের রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করবে ? এরা এমন লোক, যাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২-২৩)।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ، وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ۔ (الرعد:٢٥)

"যে সব লোক আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে শক্ত করে বেঁধে নেয়ার পর ভংগ করে, যারা এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা অটুট রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে তারা অভিশাপ লাভের উপযুক্ত। তাদের জন্য পরকালে থাকবে অত্যন্ত খারাপ জায়গা।" (সূরা রা'দ ঃ ২৫)।

وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا۔ (بنى اسرائيل: ٢٣ - ٢٤)

"তোমাদের প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারো ইবাদত করবে না কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে উহ পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে ভদ্রভাবে কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতা বাহু তাদের জন্য সম্প্রসারিত করবে। আর এই দু'আ করতে থাকবে ঃ "হে আল্লাহ! তাদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহমায়া দিয়ে ছোটবেলা আমাকে লালন-পালন করেছেন" (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৩ ও ২৪)।

٣٣٦- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قُلْنَا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৬. হযরত আবু বাকরাহ নুফাই ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাদেরকে)বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব ? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতাকে কষ্ট

দেয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় কথাগুলো বললেন। সোজা হয়ে বসে আবার বললেন ঃ সাবধান, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও (সবচেয়ে বড় গুনাহ)। তিনি কথাগুলো বারবার বলছিলেন, এমনকি আমরা (মনেমনে) বলতে লাগলাম,তিনি যদি চুপ থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْكَبَائِرُ اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হল– আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা। (বুখারী)

٣٣٨- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَلِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْنِ ؟ قَالَ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ -

৩৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ বড় গুনাহ সমূহের মধ্যে একটি হল, পিতামাতাকে গালি দেয়া, সাহাবাগণ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক কি তার পিতামাতাকে গালি দিতে পারে ? তিনি বললেন, হাঁ। একজন অন্যজনের পিতাকে গালি দেয়, আর সে প্রতি উত্তরে তার পিতাকে গালি দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গালি দেয় আর (জবাবে) দ্বিতীয়জন প্রথমজনের মাকে গালি দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে ঃ সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের মধ্যে একটি হল,কোন ব্যক্তির তার পিতামাতাকে অভিশাপ করতে পারে! তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, আর সে আবার তার পিতাকে গালি দেয়। এ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তি এ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়।

٣٣٩-عَنْ أَبِىْ مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سُفْيَانُ فِىْ رِوَايَةٍ يَعْنِىْ قَاطِعُ رَحِمٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৩৯. হযরত আবু মুহাম্মদ জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ছেদনকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবু সুফিয়ান (রা) তার বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্কে ছেদনকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٤٠- عَنْ أَبِيْ عِيْسَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ إِضَاعَةَ الْمَالِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৪০. হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া, কৃপণতা করা, অবৈধভাবে অন্যের মাল দাবী করা এবং কন্যা সন্তানের জীবন্ত প্রেথিত করা তোমাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অধিক চাওয়া এবং সম্পদ বিনষ্ট করা তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يَنْدُبُ إِكْرَامِهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্যান্য লোক যাদেরকে সম্মান করা মুস্তাহাব, তাদের সাথে সদাচারণ করার ফযীলত।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيْهِ - وَرَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৪১. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "সৎকাজ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হল ঃ কোন ব্যক্তির তার পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।"(মুসলিম)

٣٤٢- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ : فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللّٰهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَهُوَ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَبَرَّالْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدَّ أَبِيْهِ -

৩৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমারের (রা) কাছ থেকে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক বেদুঈন তাঁর সাথে মক্কার পথে মিলিত হল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাকে সালাম করলেন এবং যে গাধার পিঠে তিনি সাওয়ার ছিলেন তাকেও তাতে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়ীটা তাকে দিয়ে দিলেন। ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন, বেদুঈনরা তো অল্প কিছু পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা উমরের বন্ধু ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "সৎকাজগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হল, পিতার বন্ধুদের সাথে সুস্পর্ক বজায় রাখা।" (মুসলিম)

٣٤٣- وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَكُوْبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّبِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ : بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ وَالْعِمَامَةَ وَقَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّبِهَا رَأْسَكَ : فَقَالَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ أَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ : وَإِنْ أَبَاهُ كَانَ صَدِيْقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا مُسْلِمٌ -

৩৪৩. হযরত ইব্ন দীনার (র) হযরত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ তাঁর একটি গাধা ছিল। তিনি যখন মক্কায় যেতেন এবং উটে আরোহণ করতে বিরক্তি বোধ করতেন তখন বিশ্রামের জন্য এ গাধার পিঠে সাওয়ার হতেন এবং নিজের পাগড়ীটা মাথায় বেঁধে নিতেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তিনি একদিন এ গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন আসল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বললেন, তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক না ? সে বলল, হাঁ। হযরত ইব্ন উমর (রা) তাকে গাধাটা দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এর পিঠে সাওয়ার হও। তিনি তার পাগড়ীটা তাকে দিয়ে বললেন, এটা মাথায় বাঁধো। তার অপর সংগীরা তাকে বললেন, মহান আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। গাধাটা এ বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন অথচ এটার ওপর আপনি সাওয়ার হতেন এবং পাগড়ীটাও তাকে দিয়ে দিলেন অথচ এটা আপনি মাথায় বাঁধতেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সৎকাজগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সৎকাজ হল ঃ "পিতার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুর পরিবারবর্গের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ ব্যক্তির পিতা উমরের (রা) বন্ধু ছিল"। (মুসলিম)

٣٤٤- عَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ : نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالْاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَاتُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৩৪৪. হযরত আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে কি ? তা কিভাবে করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাদের জন্য দু'আ কর, তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, এ কারণে যে এরা তাদেরই আত্মীয় এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। (আবু দাউদ)

٣٤٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ وَلَكِنَّ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنْ لَّمْ يَكُنَ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيْجَةُ ! فَيَقُوْلُ : أَنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيْ فِيْ خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ وَفِيْ رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُوْلُ : أَرْسِلُوْا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ -

৩৪৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদীজা (রা) প্রতি আমার যে পরিমাণ ঈর্ষা হত অন্য কারো প্রতি তদ্রুপ হত না। অথচ আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কিন্তু তিনি (নবী) তাঁর কথা প্রায়ই স্মরণ করতেন। যখনই তিনি বকরী যবেহ্ করতেন এবং এর গোশ্ত টুকরা টুকরা করতেন, অতঃপর তা খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠাতেন। আমি মাঝে-মধ্যে তাঁকে বলতাম, খুব সম্ভব খাদীজার মত মহিলা দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি ছিল না। তিনি বলতেন ঃ সে এরূপ ছিল (প্রশংসা করতেন)। তাঁর গর্ভে আমার কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে ঃ যখনই তিনি বক্‌রী যবেহ্ করতেন তার গোশ্‌ত খাদীজার বান্ধবীদের কাছে যথাসাধ্য পাঠাতে চেষ্টা করতেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ যখন তিনি বকরী যবেহ্ করতেন তখন বলতেন ঃ খাদীজার বান্ধবীদের বাড়িতে গোশ্‌ত পাঠাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বললেন, খোয়াইলিদের কন্যা এবং খাদীজার বোন হালাহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলেন। তখন খাদিজার অনুমতি চাওয়ার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! হালাহ বিনতে খোয়াইলিদ (এসেছে)।

٣٤٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِّيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ فَقُلْتُ لَهُ : لَاتَفْعَلْ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا اَلَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ أَنْ لَا أُصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৩৪৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহর (রা) সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। তিনি আমার সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি এরূপ করবেন না তিনি (জারীর) বললেন, আমি আনসারদের দেখতাম তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক কিছু করে দিতেন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তাদের মধ্যে যারই সাথে থাকি না কেন তার সেবা যত্ন করব। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبَيَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের মর্যাদা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

"আল্লাহ ঐটাই চান যে, তোমাদের নবীর ঘরের লোকেদের থেকে অপরিচ্ছন্নত দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করে দিবেন"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৩)।

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ (الحج: ٣٢)

"যে লোক আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, কারণ এটা অন্তরের তাক্‌ওয়ার ব্যাপার"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

٣٤٧- عَنْ يَزِيْدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ

حُصَيْنُ : لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا : رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيْثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَقَدُمَ عَهْدِيْ وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِيْ كُنْتُ أَعِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا فِيْنَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوْا، وَمَالاَ فَلاَ تُكَلِّفُوْنِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَّأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ ، فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ .فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ : فَقَالَ لَهُ حُصَيْنُ : وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ،وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ : وَمَنْ هُمْ؟ هُمْ اٰلُ عَلِيٍّ ، وَاٰلُ عَقِيْلٍ ، وَاٰلُ جَعْفَرٍ وَاٰلُ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ هٰؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৪৭. হযরত ইয়াযীদ ইব্ন হাইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি, হুসাইন ইব্ন সাবরা এবং আমর ইব্ন মুসলিম (র) যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) কাছে গেলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে, বসলাম, হুসাইন (র) তাঁকে বললেন, হে যায়িদ, আপনি অশেষ কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, যুদ্ধে তাঁর সাথী হয়েছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়িদ! আপনি অশেষ কল্যাণ লাভ করেছেন। হে যায়িদ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা শুনেছেন তা আমদেরকে বলুন। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাহর শপথ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার যুগ পুরাতন হয়ে গেছে এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা মুখস্ত করেছিলাম তার কোন কোন অংশ ভুলে গেছি। কাজেই আমি তোমাদের যা বলব তা গ্রহণ করবে আর যা না বলব তার জন্য আমাকে বাধ্য করবে না। অতঃপর তিনি বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খুমা' নামক কূপের কাছে আমাদের সামনে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। স্থানটি মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, লোকদের নসীহত করলেন এবং (শান্তি ও শাস্তির কথা) স্মরণ করালেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ "হে লোকেরা সতর্ক হয়ে যাও। আমি একজন মানুষ, হয়ত অচিরেই আমার প্রতিপালকের দূত এসে যাবে এবং আমাকে

আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিতে হবে। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন কর এবং তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ।" (যায়িদ বলেন) তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন এবং তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ (দ্বিতীয়টি হল), আমার আহলে বাইত (পরিবারবর্গ)। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (তাঁদেরকে ভুলে যাবে না)। হুসাইন (র) তাঁকে বললেন, হে যায়িদ! তাঁর আহলে বাইত কারা ? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয় ? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, তাঁর ইন্তিকালের পর যাঁদের প্রতি সাদাকা খাওয়া হারাম করা হয়েছে তারাও তাঁর পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (হুসাইন) বললেন, তাঁরা কে কে ? তিনি (যায়িদ) বললেন, তাঁরা হলেন, হযরত আলী (রা), হযরত আকীল (রা), হযরত জাফর (রা) ও হযরত আব্বাসের (রা) বংশধরগণ। তিনি বলেন, এদের সবার প্রতি সাদাকা হারাম ছিল? তিনি (যায়িদ) বললেন, হ্যাঁ। (মুসলিম)

٣٤٨-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِيْ أَهْلِ بَيْتِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৪৮. হযরত ইব্ন উমর ও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবু বকর) বলেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ রাখ। (বুখারী)

بَابُ تَوْقِيْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَتَقْدِيْمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ -

অনুচ্ছেদ ঃ আলেম, বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্যান্যদের ওপর তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া, তাঁদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্ণনা করা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ - (الزمر : ٩)

"এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যে জানে এবং যে জানে না, এরা উভয়ই কি কখনও সমান হতে পারে ? বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"। (সূরা যুমার ঃ ৯)।

٣٤٩-عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِىِّ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ ، فَإِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ،فَإِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ :فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلَ سِنًا أَىْ إِسْلاَمًا وَفِىْ رِوَايَةٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا ـ

৩৪৯. হযরত আবু মাসউদ উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন ভাল পড়ে সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পড়ায় সবাই সমান হয় তবে যে সুন্নাহ অধিক জানে। যদি সুন্নায়ও সমান হয় তবে যে প্রথমে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সমান হয় তবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি। কোন লোক যেন অপর কোন লোকের অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে (প্রভাবাধীন এলাকায়) ইমামতি না করে এবং তাঁর বাড়িতে তাঁর অনুমতি ছাড়া যেন সে তাঁর সম্মানের স্থলে (নির্দিষ্ট চেয়ার বা গদীতে) না বসে। (মুসলিম) তাঁর অপর বর্ণনায় বয়সের দিক থেকে অগ্রগামী কথার স্থলে ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী কথাটির উল্লেখ আছে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে আল্লাহর কিতাব ভাল পড়ে এবং কিরা'আতের দিক থেকেও অগ্রগামী সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কিরা'আতের দিক থেকে সমান হয়, তবে হিজরাতের দিক থেকে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিজরাতেরও সমান হয়, তবে বয়সে বড় ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে।

٣٥٠- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ : اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৩৫০. হযরত আবু মাসউদ উক্‌বা ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কাতারে আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিভিন্ন হয়ে (কাতার বাঁকা করে) দাঁড়াবে না, তাতে তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে। অতঃপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি তারা অতঃপর (উভয় বিষয়ে) যারা তাদের নিকটবর্তী তারা (দাঁড়াবে)। (মুসলিম)

٣٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে। অতঃপর যারা (বয়স ও বুদ্ধিতে) তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে। তিনি তিনবার এ কথা বলেছেন। তোমরা মসজিদকে বাজারে পরিণত করা থেকে দূরে থাক। (বাজারের মত মসজিদে শোরগোল করো না)। (মুসলিম)

٣٥٢- عَنْ أَبِيْ يَحْيٰى وَقِيْلَ : أَبِيْ مُحَمَّدٍ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ دَمِهِ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَأَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ : أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ؟ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৫২. হযরত আবু ইয়াহইয়া অথবা আবু মুহাম্মদ সাহল ইব্‌ন হাসমা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল এবং মুহাইয়্যাসা ইব্‌ন মাসউদ (রা) খাইবার এলাকায় গেলেন। এ সময় খাইবারবাসীরা মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর দু'জনে যার যার কাজে পৃথক হয়ে গেলেন। পরে হযরত মুহাইয়্যাসা (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহলের কাছে এসে দেখেন তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর তিনি তাঁকে দাফন করলেন, অতঃপর মদীনায় ফিরে এলেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল (রা) এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে উদ্যত হলেন। তখন তিনি (মহানবী) বললেন ঃ বড়কে বলতে দাও, বড়কে বলতে দাও। আবদুর রহমান (রা) ছিলেন দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ। তাই তিনি চুপ করলেন। অতঃপর তাঁরা (মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা) উভয়ে কথা বললেন। তিনি (মহানবী) বললেন ঃ তোমরা কি কসম করে বলতে পারবে হত্যাকারী কে ? তাহলে তোমরা (রক্তপণের) হক্‌দার হবে। অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٥٣-عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ (يَعْنِىْ فِى الْقَبْرِ) ثُمَّ يَقُوْلُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৫৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহোদের যুদ্ধে নিহত দু'দুজন শহীদের একই কবরে একত্রিত করছিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাস করছিলেন এ দু'জনের মধ্যে কে অধিক কুরআনে হাফেয ? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইশারা করা হত, তিনি তাকে কবরে আগে (ডান পাশে) রাখতেন। (বুখারী)

٣٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : أَرَانِىْ فِىْ الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِىْ رُجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرَ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৫৪. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, মিস্ওয়াক করছি। দুই ব্যক্তি আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে একজন বয়সে অপরজনের বড় ছিল। আমি (বয়সে) ছোট ব্যক্তিকে মিস্ওয়াকটি দিলাম। আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। অতএব আমি তাদের উভয়ের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিকে মিস্ওয়াকটি দিলাম। (মুসলিম)

٣٥٥- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ تَعَالَى إِكْرَامَ ذِىْ الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَالْجَافِىْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -

৩৫৫. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করারই অন্তর্ভুক্ত। এটা হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৩৫৬. হযরত আ'ম্‌র আব্‌ন শু'আইব, পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে আমাদের ছোটদের স্নেহ ও অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। এটা সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧- عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِىْ شَبِيْبٍ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَرَّبِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً ، مَرَّبِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ ، فَقِيْلَ لَهَا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ لٰكِنْ قَالَ مَيْمُوْنَ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِىْ أَوَّلِ صَحِيْحِهِ تَعْلِيْقًا فَقَالَ : وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ "وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ كِتَابِهِ مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ -

৩৫৭. হযরত মাইমুন ইব্‌ন আবু শু'আইব (র) থেকে বর্ণিত। একদা হযরত আয়েশার (রা) সামনে দিয়ে একটি ভিক্ষুক যাচ্ছিল। তিনি তাকে এক টুক্‌রা রুটি দিলেন। তার সামনে দিয়ে সুসজ্জিত পোষাকে একটি লোক যাচ্ছিল। তিনি তকে বসালেন এবং আহার করালেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার কর।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ইমাম নববী বলেন) ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, আয়েশার (রা) সাথে মাইমুনের কিন্তু সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এটাকে মু'আল্লাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মানুষের পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।" ইমাম হাফিয আবু আবদুল্লাহ (র) এ হাদীসটি তার "মারিফাতু উ'লূমিল হাদীস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٣٥٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيْهِ الْحُرِّبْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا أَوْشُبَّابًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإِبْنِ أَخِيْهِ يَا ابْنَ أَخِىْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِىْ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ : هِىَ يَا ابْنَ

الْخَطَّبِ ! فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৫৮. হযতর আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইব্ন হিস্ন (মদীনায়) আসল। সে তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়েসের মেহমান হল। হুর ইব্ন কায়েস (রা) হযরত উমরের (রা) নিকটতম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য ছিলেন। কুরআনবিদগণও (কুরআন) উমরের পরিষদবর্গের এবং পরামর্শ সভার অন্তর্ভুক্ত হতেন, চাই তিনি যুবক হোন অথবা বৃদ্ধ। উয়াইনা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলল, হে ভাইপো! এই আমীর (উমর) পর্যন্ত তোমার অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আমাকে একটু অনুমতি নিয়ে দাও। সে তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। হযরত উমর (রা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। সে (উয়াইনা) তাঁর কাছে প্রবেশ করে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহর কসম! তুমি না আমাদের অতিরিক্ত দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা কর। হযরত উমর (রা) খুব রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁকে কিছু উত্তম-মাধ্যম দেয়ারও ইচ্ছা করলেন। হুর (রা) তাঁকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ "হে নবী! নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন ; সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়বেন না বা তাদেরকে এড়িয়ে চলুন" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)। (হুর (রা) বলেন,) এ ব্যক্তি মূর্খ লোকদেরই একজন। আল্লাহর কসম! উমর (রা) এ আয়াত শুনে তাঁর স্থান ছেড়ে মোটেই অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহর কিতাবের সর্বাপেক্ষা বেশী অনুসরণকারী ছিলেন। (বুখারী)

٣٥٩- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ كُنْتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا فَكُنْتَ اَحْفَظَ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ أَنْ هَهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৫৯. হযরত সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম আমি তাঁর কাছে হাদীস মুখস্ত করতাম। এসব হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। শুধু একটি প্রতিবন্ধকই ছিল, আর তা হল, এখানে এমন কতক লোক ছিলেন যারা বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٠-عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৩৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বাধ্যর্কের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ্ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে"। (তিরমিযী)

بَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمَجَالِسَتِهِمْ وَصُحْبَتِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَالدُّعَاءِ مِنْهُمْ وَزِيَارَةِ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ নেক্কার লোকদের সাথে দেখা করা, তাদের বৈঠকসমূহে বসা, তাঁদের সংস্পর্শে থাকা, তাদেরকে ভালবাসা। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাওয়া, তাঁদেরকে দিয়ে দু'আ করানো এবং বরকতময় ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানসমূহ দর্শন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتّٰى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا : قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۔

"যখন মূসা তার সফর সংগীকে বলেছিল, আমি আমার সফর শেষ করব না যতক্ষণ না দুই নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছব। অন্যথায় আমি এক দীর্ঘকাল পর্যন্তই চলতে থাকব। আপনার সংগে থাকতে পারি, যেন আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে"। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৬০-৬৬)।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ۔(الكهف : ٢٨)

"আর তোমার হৃদয়কে ঐসব লোকের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভে সন্ধানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে।" (সূরা কাহ্ফ ঃ ২৮)।

٣٦١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا : مَا يُبْكِيْكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : إِنِّي أَبْكِيْ أَنِّيْ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَاعِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

৩৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমাদের সাথে উম্মে আইমানের কাছে চলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তাঁর সাথে দেখা করতেন, আমরাও সেভাবে তার সাথে দেখা করব। তারা উভয়ে যখন তাঁর কাছে পৌঁছলেন, তিনি (উম্মে আইমান) কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহর কাছে অফুরন্ত কল্যাণ মওজুদ রয়েছে ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যে কল্যাণ মওজুদ রয়েছে তা তো আমার জানা আছে আমি এজন্য কাঁদছি না। বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে আর কখনও অহী অবতীর্ণ হবে না। তার এ কথায় তাঁরা উভয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং তার সাথে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)

٣٦٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ : أُرِيْدُ أَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لاَ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ قَالَ : فَإِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৬২. হযরত আবু হুরায়র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসরত তার ভাইকে দেখতে গেল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফিরিশ্‌তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। যখন সে এ রাস্তায় আসল, ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন ? লোকটি বলল, এ শহরে আমার ভাই থাকে তাঁকে দেখার জন্য এসেছি। ফিরিশ্‌তা বলল, তার কাছে আপনার কি কোন আকর্ষণীয় প্রাপ্য আছে, যার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন ? সে বলল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি তাকে ভালবাসি, অন্য কোন স্বার্থ নেই। ফিরিশ্‌তা বলল, আমি আল্লাহর দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি এটুকু জানানোর জন্য যে, আপনি যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসেন তিনিও আপনাকে ভালবাসেন। (বুখারী)

٣٦٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৬৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রুগ্নকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলে, তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং জান্নাতে তোমার উচ্চ মর্যাদা হোক।(তিরমিযী)

٣٦٤–عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلَ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتَنِةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৬৪. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সৎ সহকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হল ঃ একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ী, অপরজন হাপর চালনাকারী (কামার) কস্তরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এর দু'টোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছে এর সুঘ্রাণ পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٥– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা যেতে পারে ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়ণতা। এক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে ভরে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٦٦– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيْلَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟ فَنَزَلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৩৬৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিব্‌রীলকে (আ) বললেন ঃ যতবার আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করছেন তার চেয়ে অধিকার সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কোন জিনিস বাধা দেয় ? তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ "হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতীর্ণ হতে পারি না। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পেছনে রয়েছে, আর যা কিছু এর মাঝখানে রয়েছে, সবকিছুর মালিক তিনিই। তোমার প্রতিপালক কখনও ভুলে যান না"। (সূরা মারইয়ম ঃ ৬৪) (বুখারী)

٣٦٧–عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংগী হয়ো না এবং তোমার খাবার মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন না খায়।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٦٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৩৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٦٩- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

৩৬৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন লোক যে ব্যক্তিকে পছন্দ করে সে তার সাথের বলেই গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, একব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে। কিন্তু তাদের পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ "কোন ব্যক্তির হাশ্‌র হবে সেই ব্যক্তির সাথে, যাকে সে পছন্দ করে"।

٣٧٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَعْدَدْتَّ لَهَا ؟ قَالَ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا : مَا أَعْدَدْتَّهُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّىْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩৭০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ জন্য তুমি কি প্রস্তুত (সংগ্রহ) করেছ ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ; তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শব্দগুলো মুসলিমের। তাঁদের উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে, সে বলল, "রোযা, নামায, সাদাকা ইত্যাদি খুব বেশী কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।"

٣٧١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭১. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে যে (কিয়ামতের দিন) তার সাথেই থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا وَالْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সোনা-রূপার খনির মত মানুষও এক ধরনের খনি। তোমাদের মধ্যে যারা অজ্ঞতার যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও তারাই হবে শ্রেষ্ঠ, যখন তারা (ইসলাম সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞান লাভ করবে। রুহ্ সমূহ সম্মিলিত সেনাবাহিনী। এদের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যারা পরস্পরের কাছাকাছি ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল। আর যেসব রুহ্ গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একে অপরের থেকে পৃথক ছিল তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। (মুসলিম)

٣٧٣- عَنْ أُسَيْرِبْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ : أَفِيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ أُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ

يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلَ - فَاسْتَغْفِرْلِيْ فَا سْتَغْفَرَلَهُ" فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ الْكُوْفَةَ قَالَ أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أَكُوْنَ فِيْ غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلى فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَأَلَه عَنْ أُوَيْسٍ فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمَتَاعِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَمِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَبِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ " فَأَتى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْلِيْ قَالَ : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْلِيْ قَالَ :لَقِيْتَ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَلَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوْا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ هَهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّيْنَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَه أُوَيْسُ لاَيَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالَى فَأَذْهَبَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِالدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَه عَنْ عُمَرَ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ -

৩৭৩. হযরত উসাইর ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে ইব্ন জাবিরও বলা হয়। তিনি বলেন, উমরের (রা) কাছে ইয়ামনের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সাহায্যকারী দল আসলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করতেন। তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইব্ন আমির (রা) আছে কি? অবশেষে (একদিন) উয়াইস (রা) এসে গেলেন। তিনি (উমার) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি উয়াইস ইব্ন আমির? উয়াইস (রা) বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনি কি মুরাদ গোত্রের উপগোত্র-কারণ্ -এর লোক? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ

হয়েছিল,তা থেকে সুস্থ হয়েছেন এবং মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট আছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আপনার মা বেঁচে আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি (উমার) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইব্ন আমির (রা) নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র কারন্ লোক। তাঁর কুষ্ঠরোগ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে। শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তার মা জীবিত আছে, সে তার খুবই অনুগত। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোন কিছুর শপথ করলে মহান আল্লাহ তা পূরণ করে দিবেন। যদি তুমি তাকে দিয়ে তোমার গুনাহের ক্ষমার জন্য দু'আ করাবার সুযোগ পাও, তবে তাই করবে। (উমার বললেন,) কাজেই আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য দু'আ করুন, তিনি (উয়াইস) তার (উমারের) পাপের ক্ষমা চেয়ে দু'আ করলেন। হযরত উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন ? তিনি বললেন, কূফা যাওয়ার আশা আছে। তিনি বললেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্য লিখে দেই? তিনি বললেন, গরীব-মিস্কীনদের মাঝে বসবাস করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। পরবর্তী বছর কূফার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হজ্জে এল। তাঁর সাথে উমরের সাক্ষাত হলে তিনি উয়াইস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তাকে আমি এমন অবস্থায় দেখে এসেছি, তাঁর ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তাঁর জীবনোপকরণ খুবই নগণ্য। হযরত উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়ামনের সাহায্যকারী দলের সথে উয়াইস ইব্ন আমির (রা) নামে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র কারন্ বংশের লোক। তাঁর কুষ্ঠ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে। শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তাঁর মা জীবিত আছেন এবং তিনি তার খুবই অনুগত। তিনি মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোন কিছুর শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দিবেন। যদি তুমি তোমার অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করানোর সুযোগ পাও, তবে তাই করবে।" লোকটি হেজায থেকে প্রত্যাবর্তন করে উয়াইসের কাছে গিয়ে বলল, আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি (উয়াইস) বললেন, আপনি এইমাত্র কল্যাণময় সফর থেকে ফিরে এসেছেন, বরং আপনিই আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি কি উমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ? সে বলল, হাঁ। উয়াইস (রা) তার জন্য দু'আ করলেন। লোকেরা উয়াইসের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হল। হযরত উয়াইস (রা) সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় উসাইর ইব্ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আছে ঃ কূফার অধিবাসীরা উমরের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল। দলের অন্তর্গত এক ব্যক্তি উয়াইস (রা) সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলত। হযরত উমর (রা) বললেন, এখানে কারন্ বংশের কেউ আছে কি? ঐ লোকটি উঠে আসল। হযরত উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়ামন থেকে উয়াইস (রা) নামে এক ব্যক্তি তোমার কাছে আসবেন। তিনি তার আম্মাকে ইয়ামনে একাকী রেখে আসবে।

তার কুষ্ঠরোগ হবে। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তিনি তার রোগ-মুক্তি দান করবেন। শুধু এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট থাকবে। তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাৎ লাভ করবে, সে যেন তাঁকে দিয়ে তার গুনাহ ক্ষমার জন্য দু'আ করায়।"

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "পরবর্তীদের (তাবিঈ) মধ্যে উয়াইস (রা) নামে একজন নেক্‌কার ব্যক্তি হবে। তাঁর আম্মা জীবিত আছে। তাঁর দেহে কুষ্ঠের দাগ থাকবে। তোমরা যেন তাঁর কাছে গিয়ে নিজেদের অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করাও"।

٣٧٤- عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِيْ وَقَالَ : لاَتَنْسَنَا يَا أُخَيِّ مِنْ دَعَائِكَ " فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَالَ أَشْرِكْنَا يَا أُخَيِّ فِيْ دُعَائِكَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৩৭৪. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ হে ছোট ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকে ভুলে যেও না। (উমার (রা) বললেন) তিনি এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়াটা আমাকে দিয়ে দিলেও আমি খুশি হতাম না। অপর বর্ণনায় আছে , তিনি বললেন ঃ হে কনিষ্ঠ ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক করবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٣٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُوْرُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ -

৩৭৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাহিহি ওয়া সাল্লাম সাওয়ারীর পিঠে চড়ে অথবা পদব্রজে কুবা পল্লীতে যেতেন এবং এখানকার মসজিদে দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, "প্রত্যেক শনিবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে করে অথবা পদব্রজে কুবা মসজিদে আসতেন। ইব্‌ন উমরও (রা) এরূপ করতেন।"

بَابُ فَضْلِ الْحُبِّ فِى اللّٰهِ وَالْحثِّ عَلَيْهِ وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُّحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ وَمَاذَا يَقُوْلُ إِذَا أَعْلَمَه ـ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার ফযীলত ও এ কাজে প্রেরণা দান এবং কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানানোর জন্য কি বলতে হবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ، سِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ـ (الفتح : ٢٩)

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সাথে থাকেন (সাহাবী) তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর, (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সদয়। তুমি তাদের দেখতে পাবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় কখনো রুকু করছে, কখনো সিজ্‌দা করছে। সিজ্‌দার কারণে এর প্রভা তাদের মুখমন্ডলে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। তাদের গুণাবলীর কথা তাওরাতে ও ইন্‌জীলে বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শস্য, প্রথমে সে তার অংকুর বের করলো, অতঃপর তাকে শক্তিশালী করলো, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো। এরপর তা নিজ কান্ডের ওপর দাঁড়ালো, ফলে কৃষকের মনে আনন্দের সঞ্চার করলো, যেন তাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফিরদের (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়। যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।"(সূরা ফাতহ্ ঃ ২৯)

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ـ

"আর যারা দারুল ইসলামে (মদীনায়) ও ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আসার) পূর্ব থেকেই অটল রয়েছে, যারা তাদের কাছে হিজরত করে আসে তাদের তারা ভালোবাসে।"(সূরা হাশ্‌র ঃ ৯)

٣٧٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ

يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّهِ وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্নিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবচাইতে বেশী ভালোবাসে, যে কোন ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, আর আল্লাহ যাকে কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করেছেন, সে কুফরীর মধ্যে ফিরে যাওয়াকে এরূপ মনে করে, যেরূপ খারাপ মনে করে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِىْ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ رَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّىْ أَخَافُ اللّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এরূপ ৭জন লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া আর কোনো ছায়াই থাকবে নাঃ ১. সুবিচারক ইমাম বা নেতা, ২.মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, ৩. মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪. দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই একে অপরকে ভালবাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. এরূপ লোক, যাকে কোনো রূপসী সুন্দরী নারী কুকাজে প্রতি আহ্বান করেছে, কিন্তু সে এই বলে (তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে) আমি তো আল্লাহকে ভয় করি, ৬. যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনভাবে দান খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাতে যা কিছু দান করে, তার বাম হাতও তা জানতে পারে না ও ৭. এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং দু'চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٧٨- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিলে, আজ আমি তাদে সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই নেই। (মুসলিম)

٣٧٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম করে বলছি ঃ তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না, আর পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দেবো না যা করলে তোমরা পরস্পর ভালোবাসতে পারবে? (তা হলো) তোমরা পরস্পর সালাম প্রথা চালু করো। (মুসলিম)

٣٨٠- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَّهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللّٰهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ؛ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى قَوْلِهِ " إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়, পথে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফিরিশ্‌তা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন" (ফিরিশ্‌তা তাকে বলেন) "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস।" এ হাদীস পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম)

٣٨١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ "لاَيُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৮১. হযরত বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদাররাই তাদের (আনসারদের) ভালোবাসেন, আর মুনাফিকরাই তাদের ঈর্ষা করে। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাদের ঈর্ষা করে, বা দুশমনী রাখে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٨٢- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৩৮২. হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহা সম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ "আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) থাকবে নূরের মিম্বর (মঞ্চ) আর নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।" (তিরমিযী)

٣٨٣- عَنْ أَبِىْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَإِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَىْءٍ أَسْنَدُ وْهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ رَأْيِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيْلَ : هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِىْ بِالتَّهْجِيْرِ ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ : وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ لِلّٰهِ ! فَقَالَ : اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ : اللّٰهِ فَقَالَ : اللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ اللّٰهِ فَأَخَذَنِىْ بِحَبْوَةِ رِدَائِىْ فَجَبَذَنِىْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّأِ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ -

৩৮৩. হযরত আবু ইদ্‌রীস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দামেশ্‌কের মসজিদে প্রবেশ করে দেখি চক্‌চকে দাঁতের অধিকারী (হাসিমুখ) জনৈক যুবক এবং তাঁর পাশে বহু লোকের সমাবেশ। যখনি তারা কোনো ব্যাপারে মতভেদ করছে, তাঁর দিকে(সমাধানের জন্য) রুজু করছে এবং তাঁর রায় অনুযায়ী কাজ করছে। আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে উত্তরে বলা হলো, তিনি হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)। পরদিন সকালে আমি খুব তাড়াতাড়ি (মসজিদে) উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমার পূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন দেখতে পেলাম। তাঁকে নামায পড়তে দেখে তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম, অবশেষে তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁর সামনে হাযির হয়ে সালাম করে বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কি আল্লাহর জন্যে? আমি বললাম ঃ হাঁ, আল্লাহর জন্যে, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অতঃপর তিনি আমার চাদরের একপাশ ধরে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "যারা আমার সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করে এবং আমার জন্যই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ভালোবাসা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, অর্থাৎ আমি তাদের ভালোবাসি"। (মুয়াত্তা)

٣٨٤-عَنْ أَبِىْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّه يُحِبُّهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৩৮৪. হযরত আবু কারীমাহ মিকদাদ ইব্‌ন মা'দীকারব্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন কোনো ব্যক্তি তার এক মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, তখন তাকে অবহিত করা উচিত যে, সে তাকে ভালোবাসে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

٣٨٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৩৮৫. হযরত মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেনঃ হে মু'আয! আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতঃপর তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি হে মু'আয! প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আ না পড়ে ছেড়ো না "আল্লাহুম্মা আইন্নি আ'লা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা- "হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ও সুন্দরভাবে তোমার ইবাদাত করতে আমাকে সাহায্য করো।" (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٣٨٦-عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى لَأُحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَعْلَمْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : أَعْلِمْهُ " فَلَحِقَهُ فَقَالَ : إِنِّى أُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ " أَحَبَّكَ الَّذِىْ أَحْبَبْتَنِىْ لَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৩৮৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিল। এমন সময় আর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি লোকটাকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছো ? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তাকে অবহিত করে দিয়ো। সুতরাং সে তার সাথে সাক্ষাত করে বললো নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসি। সে বললো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যার জন্যে তুমি আমাকে ভালোবেসেছে। (আবু দাউদ)

بَابُ عَلاَمَاتُ حُبُّ اللّهِ تَعَالَى اَلْعَبْدُ وَالْحِثُّ عَلَى الْتَخَلُّقِ بِهَا وَالسَّعِيُ فِيْ تَحْصِيْلِهَا -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নিজের বান্দাদের ভালোবাসার নিদর্শন এবং এগুলো সৃষ্টি করায় উৎসাহ দান ও অর্জন করার সাধনা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (ال عمران : ٣١)

("হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ - (المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে, (তার জেনে রাখা উচিত) অতি সত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি থাকবে অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান আর কাফিরদের প্রতি থাকবে অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর রহমত, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ ব্যাপকতার অধিকারী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

٣٨٧-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ،وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَئٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُهُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِىْ أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لأُعِيْذَنَّهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অলীর-বন্ধুর সাথে দুশমনি রাখে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দাদের ওপর যা ফরয করেছি, এর চাইতে বেশী প্রিয় কোনো কিছু নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আর আমার বান্দা সব সময় নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি। তখন সে যে কানে শ্রবণ করে আমিই তার সেই কান হয়ে যাই, সে যে চোখ দিয়ে দেখে, আমিই সেই চোখ হয়ে যাই, সে যে হাতে ধরে আমিই সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে, আমিই সে পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করি আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী)

٣٨٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالَى الْعَبدَ نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّه جِبْرِيْلُ فَيُنَادِيْ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ : إِنِّى أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوْهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْأَرْضِ -

৩৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিব্‌রীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জিব্‌রীল (আ) তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, মহান আল্লাহ তো অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অতঃপর পৃথিবীতে তা গৃহীত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখনই কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখনই হযরত জিব্‌রীলকে ডেকে বলেন ঃ আমি তো অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত

জিব্‌রীলও তাঁকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে বলতে থাকেন,"আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসে এবং পৃথিবীতে তা গৃহীত হয়ে যায়।" আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন হযরত জিব্‌রীলকে ডেকে বলেন, আমি তো অমুককে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা করো। অতঃপর হযরত জিব্‌রীল (আ) তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে বলেন ঃ "আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা করো, অতঃপর আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে, আর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণিত লাঞ্ছিত বানিয়ে দেয়া হয়।"

٣٨٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ : لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَبِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّه - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৮৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে একটি ছোট সেনাবাহিনীর নেতা বানিয়ে পাঠান। সে তার সাথীদের নিয়ে নামাযে কিরা'আত পড়তো আর প্রতিটি কিরা'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ অর্থাৎ সূরা ইখলাস পড়ে শেষ করতো। অতঃপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারটা আলোচনা করলো। তিনি বললেন ঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করো, কেন সে এরূপ করতো? অতঃপর তারা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে সে বললো, এ সূরাতে আল্লাহর গুণগান ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে, কাজেই আমি তা পড়তে ভালোবাসি। (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাকে জানিয়ে দাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنْ اِيْذَاءِ الصَّالِحِيْنَ وَالضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সৎলোক, দুর্বল ও মিস্‌কীনদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا -(الأحزاب : ٥٨)

"আর যারা ঈমানদার নর-নারীদের কষ্ট দেয়, এমন কোনো কাজের দ্বারা যা তারা করেনি তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"(সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ - (الضحٰى : ٩-١٠)

"কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না।" (সূরা দোহা ঃ ৯-১০)

٣٩٠- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُّطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯০. হযরত জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়লো, সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এসে গেলো। অতঃপর মহান আল্লাহ যেনো তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে তোমাদের কোনো কিছুর (অসদ্ব্যবহারের) জন্যে অনুসন্ধান না করেন। কেননা তিনি যখন কাউকে তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাকে এর বিপরীত কাজে নিয়োজিত পান, তখন তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেন।(মুসলিম)

بَابُ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَرَائِرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের বাহ্যিক কাজের ওপর ধর্মীয় নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মহান আল্লাহর উপর সমর্পিত।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ (التوبة : ٥)

"অতঃপর তারা যদি তাওবা করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।"(সূরা তাওবা ঃ ৫)

٣٩٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯০. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আদিষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ

আল্লাহর রাসূল আর তারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। তারা এগুলো করলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে। তবে ইসলামের হক তাদের ওপর থাকবে। (যেমন যিনা, হত্যা ইত্যাদির শাস্তিস্বরূপ প্রাণদন্ড বা কেসাস নেয়া)। আর তাদের প্রকৃত ফয়সালা আল্লাহ তা'আলার ওপর সমর্পিত। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩١- وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ طَارِقِ بْنِ أُشَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯১. হযরত আবূ আবদুল্লাহ তারিক ইব্ন উশায়েম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব বস্তুর পূজা করা হয়, সে গুলোকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যায়; আর তার হিসাব মহান আল্লাহর ওপর সমর্পিত হয়। (মুসলিম)

٣٩٢- وَعَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاَنِ مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ أَأَقْتُلُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ : لاَ تَقْتُلْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَطَعَ إِحْدٰى يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ : لاَ تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯২. হযরত আবু মা'বাদ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি বলেন যদি কোনো কাফিরের সাথে আমার মুকাবিলা হয় এবং পারস্পরিক যুদ্ধে সে তরবারীর আঘাতে আমার একটি হাত কেটে ফেলে, অতঃপর সে আমার পাল্টা আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে একটি গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর জন্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথা বলার পর আমি কি তাকে হত্যা করবো? তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না। পুনরায় আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো আমার হাত কেটেছে, অতঃপর এ কথা বলেছে। তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না'। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তাহলে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে যে মর্যাদায় ছিলে, সে সেই মর্যাদায় পৌঁছে যাবে; সে যে কলেমা পাঠ করেছে, এ কলেমা পাঠের পূর্বে সে যে স্তরেছিলে ; তুমি (তাকে হত্যা করলে) সে স্তরে নেমে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٣- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِيْ : يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا فَقَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ؟ ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯৩. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জুহায়না গোত্রের খেজুরের বাগানে প্রেরণ করেন। আমরা প্রত্যুষে তাদের পানির ঝরণা ঘেরাও করি। অতঃপর আমি ও জনৈক আনসারী তাদের এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলি এবং তার ওপর চড়াও হই। অমনি সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ওঠে। (এ কথা শুনেই) আনসারী থেমে যায় আর আমি বর্শার আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলি। অতঃপর যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এ সময় সেই হত্যার ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে পৌঁছল। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উসামা! সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো জান বাঁচানোর জন্যে এরূপ বলেছে। তিনি আবার বললেন ঃ সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তাকে হত্যা করলে? অতঃপর তিনি বারবার এ কথা বলতে লাগলেন। এমনকি আমি কামনা করতে লাগলাম যে, আমি যদি ইতিপূর্বে মুসলমান না হতাম! (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٤- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَأَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا رَفَعَ السَّيْفَ ، قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ الْبُشْيُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ، ﷺ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَمْ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ ،

وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّىْ حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ قَالَ : وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَجَعَلَ لاَ يَزِيْدُ عَلٰى أَنْ يَقُوْلَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৪. হযরত জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করলেন। তাদের মুকাবিলা হলো। মুশরিকদের এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত সাহসী। সে মুসলমানদের মধ্য থেকে যাকে চাইতো তাকেই হত্যা করে ফেলতো। মুসলমানদের মধ্যেও এক ব্যক্তি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তিনি তো উসামা ইব্ন যায়িদ (রা)। (সুযোগ পেয়ে) তিনি যখন তরবারী উঠালেন, সে বলে উঠলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। তারপর বিজয়ের সুসংবাদবাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছলো। তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সে সব অবহিত করলো; এমনকি সেই লোকটি কিরূপ করেছিল, তাও বললো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো মুসলমানদের মাঝে সন্ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করেছিল এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে। তিনি কয়েকজনকে নাম উল্লেখ করলেন। আমি (সুযোগ পেয়ে) যখন তাকে আক্রমণ করি আর সে তরবারী দেখে ফেলে, অমনি বলে ওঠে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করলে? তিনি জবাব দিলেন হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' কি উত্তর দেবে? উসামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন ঃ কিয়ামতের দিনে তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' কি উত্তর দেবে? তিনি এর থেকে আর কোনো কিছু বাড়িয়ে বলেননি যে, "কিয়ামতের দিন তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' কি জবাব দেবে?"। (মুসলিম)

٣٩٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : إِنَّ نَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْىِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ

سَرِيْرَتِهِ شَئٌ اللّٰهُ يُحَاسِبُهُ فِىْ سَرِيْرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا ، لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ : إِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৩৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-ক বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মানুষকে অহীর মাধ্যমে যাচাই করা হতো। আর এখন তো অহী বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন থেকে তোমাদের যাচাই করবো তোমাদের বাহ্যিক কাজ কর্মের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি আমার সামনে ভালো কাজের প্রকাশ ঘটাবে, আমরা তাতে বিশ্বাস করবো এবং তাকে নিকটবর্তী বলে গ্রহণ করে নেবো আর তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমাদের দেখার দরকার নেই। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজের প্রকাশ ঘটাবে অর্থাৎ বাহ্যত মন্দ কাজ করবে, তবে সে যদিও বলে যে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই ভালো, তবু আমরা তার কথা মানবো না তাকে বিশ্বাসও করবো না। (বুখারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ -

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত